দশমহাবিদ্যা ও দেহকেন্দ্রিক থেলিমাতত্ত্ব

কিথ ই. কান্তু

দশ মহাবিদ্যার অন্যতম দেবী বগলামুখীর অঙ্কিতচিত্র

The Ten Goddesses of Magnificent Magic and Thelemic Doctrines of the Body

Keith E. Cantú

Abstract

This article takes a novel comparative approach to the study of the Bengali tradition of *Dasamahavidya*, or "ten goddesses of magnificent magic." After surveying a few references to them as a group in academic literature, excerpts are provided from the 'Brhat-tantrasara,' a Sanskrit and Bengali compendium of earlier source-texts that gives detailed instructions and mantras for invoking the goddesses. Since the system is centered around a yogic process of invoking the *kundalini* serpent who is coiled at the base of the spine, comparison can be made with other traditions that use this formula, albeit in innovative ways. The article then briefly surveys how *kundalini* is described in contemporary Thelemic literature, including differences that arise due to the characterization of the "New Aeon" as the "worship of the spiritual made one with the material." A poetic verse is then translated into Bengali from Liber LXV that Aleister Crowley described as an "Invocation of *kundalini*."

যা আপনার ইচ্ছা করে সেটা করুন, এটি হবে আইনের সম্পূর্ণতা।

ঢাকার বসন্তকালের রাত, গাড়ির আওয়াজ কম আছে। মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের জেনেভা ক্যাম্প থেকে লোকজনের আলাপ শোনা যায় না। আমি আমার ফ্ল্যাটে সেবাশান্তি করে লালন-সংগীত ও শ্যামা-সংগীত গেয়ে আসনে বসে আমার নিজের স্বরূপের পরীক্ষা করতে ডুব দেই। বিভিন্ন রকমের আলো আমার চোখের সামনে আসা-যাওয়া করে। বুঝি যে, তখন আমি যোগ সাধনার পথে সবে যাত্রা শুরু করেছিলাম। এটা একটা স্মৃতি, বাংলায় অনেক সুন্দর দেশ [এখানে 'দেশ' বলতে সাধন-পদ্ধতিকে বোঝানো হয়েছে, বাংলাদেশের সাধকেরা সাধন-পদ্ধতির পরিভাষা হিসেবে প্রায়ই 'দেশ' কথাটি ব্যবহার করেন] আছে।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলতে চাই, দশমহাবিদ্যার কথা। তার আগে বলে রাখা ভাল যে, এই দশমহাবিদ্যার বিষয়ে আমার একাডিমিক জ্ঞান এখনো পূর্ণতা পায়নি। নিশ্চয়ই এই বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আমার আরও সময় লাগবে, তবে বোঝা ও শেখার তো কোনো শেষ নেই। তার মধ্যে আমার আরেক সমস্যা রয়েছে—আমি তো হিন্দু নই, আবার বাঙালিও নই। যারা বাঙালি ও ভারতীয় সাধক বা সাধিকা তারা দশমহাবিদ্যা নিয়ে অনেক জানেন। এখানে তাই আমি দশমহাবিদ্যার সাধনার কোনো গভীর ব্যাখ্যাতে যাবো না। এখানে শুধু একটা সাধারণ তুলনামূলক বিশ্লেষণ দিতে চাই।

আজ হতে ছয় বছর আগে [২০১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে] আমি এই দশমহাবিদ্যার বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হই এবং সেই কারণে আমার মন প্রথম থেকেই বাংলা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই ঘটনা নিয়ে আমি কি লিখবো! কিভাবে সাধারণভাবে লিখে বোঝাতে পারবো! এই সব প্রশ্ন আমার মনের ভেতর ভিড় করে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঘরের পরিবেশে এক রকমের দর্শনিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দর্শন তো সব দেশের মানুষের ইতিহাসে আছে, হাজার হাজার বছর থেকে হয়েছিল আবার এই আধুনিক যুগে এখনো হয়, পরে কি হবে না? মিথ্যা না সত্য—এই প্রশ্ন থেকে আমি দার্শনিক অবস্থা বুঝতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এখন আমার মনে হয় মস্তক নিয়ে আরো বিজ্ঞান আছে। এই বোধ বিজ্ঞানকে ইংরেজি ভাষায় "Cognitive Science" বলা হয় । আমাদের গুপ্ত বা আধ্যাত্মিক ঘটনা এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে

নিজের ভাবনা ও ব্যবহার আরো ভাল করে বুঝতে পারব, এমনকি সারা পৃথিবীতে প্রচলিত সাধনার ধারা সম্পর্কে আরো বেশি বুঝতে পারব।

দশমহাবিদ্যা কী?

আমরা বাংলাদেশে যেমন দেখতে পারি, নানান তান্ত্রিকের গ্রন্থে কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গনার কথা আছে, তেমনি বাইবল এবং সুফিবাদের মধ্যেও দেহসাধনায় সাপের কথা আছে–আসলে আস্তে আস্তে আলাদা ভাষায় ও সংস্কৃতিতে একই মর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। এই মিল দেখার আগেই দশমহাবিদ্যার মূল তান্ত্রিক সাধনার গ্রন্থ ও গীত দেখা যায়। আমাদের ধারণা, এই বিষয় বুঝলে দশমহাবিদ্যার বিশেষ গুণ জানা যাবে। দশমহাবিদ্যার গীতটি হলো–

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা
এতাদশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ (পুরী ১৯৬০: ১৩)

দর্শনিকভাবে আমরা বলতে পারি–দশমহাবিদ্যা "এই বিশ্ব প্রকৃতির তত্ত্ব" (Ibid)। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সাংখ্য দর্শনের সাথে এর মিল আছে। আজকে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নামগুলো হয়–কালী, তারা, ষোড়শী (বা ত্রিপুরা সুন্দরী), ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা (বা বগলামুখী), মাতঙ্গী ও কমলা। বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের বিভিন্ন নামক্রম ছিল, কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী থেকে এ ধরনের ক্রমই বেশি দেখা যায়। Sanjukta Gupta লিখেছেন–আগের শতাব্দীর গ্রন্থে দশ থেকে আরো দেবীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আস্তে আস্তে দশটার ক্রমে স্থিরীকৃত হয়। যেভাবে বিষ্ণুর দশাবতারের সাথে সম্পর্ক হয় সেটা দুটি গ্রন্থে (তডল তন্ত্র ও শক্তি-সঙ্গম তন্ত্র) দেখা যায় (Gupta ৪৬৬-৪৭২)। দশমহাবিদ্যার উপর অন্য ঐতিহাসিক লেখা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়–*চীনাচারক্রম তন্ত্র*, *মাতৃকা-ভেদ তন্ত্র*, *গুপ্ত-সাধন তন্ত্র*, *কালিকা পুরাণ*, *ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ* ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (Gupta ৪৬৮)। যে দশমহাবিদ্যার সাধনা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ছিল–সেটা David Kinsley-এর দশমহাবিদ্যার বইতে উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে তন্ত্রিক দীক্ষা সব মানুষের জাতির জন্য, শুধু ব্রাহ্মণদের নয়। সে কারণে দশমহাবিদ্যার সাধনা বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষের আন্তরিক দেবী

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ শীর্ষক গ্রন্থে প্রত্যেক **দেবী** নিয়ে তিনটি রূপ দেয়–ধ্যানের রূপ (বা শিল্পীর আঁকা ছবি পাওয়া যায়), যন্ত্র ও মন্ত্র। দশমহাবিদ্যার মন্ত্র সবচেয়ে সূক্ষ্ম, তারপর যন্ত্র ও ধ্যানের রূপ (সবচেয়ে স্থূল)। মন্ত্র তো **দেবী** থেকে আলাদা নয়, আসলে মন্ত্রই দেবী। যখন সাধক দেবীর মন্ত্র বলে তখন এই শব্দ আসলে মানুষের গলা থেকে *উঠে*। তার ফলে মানুষ ও দেবী আলাদাও নয়।

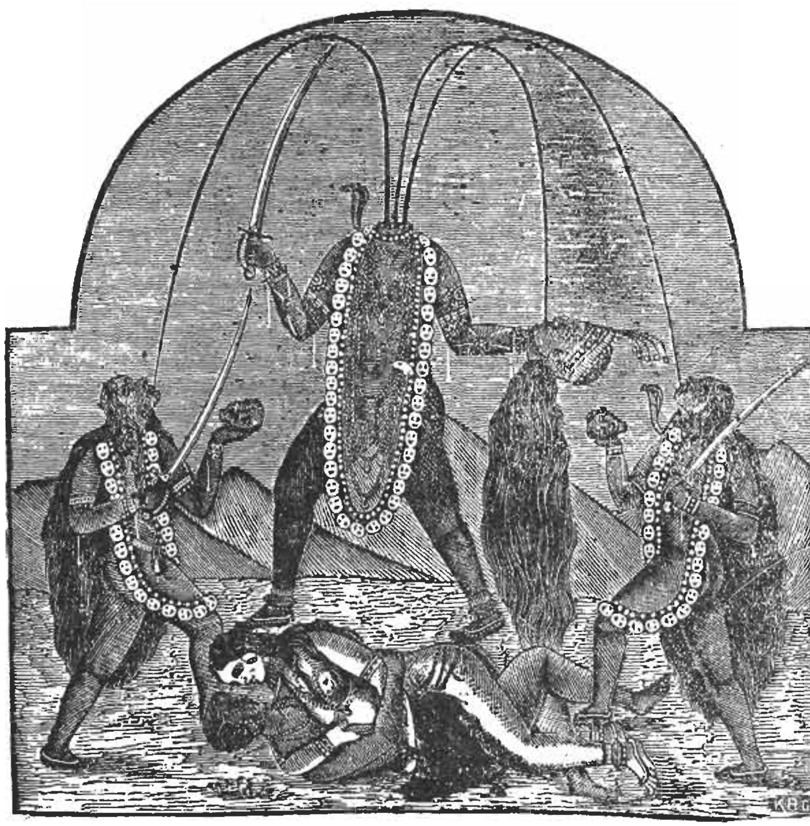

ছিন্নমস্তার নকশা, বৃহৎ তন্ত্রসারঃ *(৭৪৫)*

ঈশ্বরের বাচ হচ্ছে মানুষের বাচ। একটা উদাহারণ দেই—ছিন্নমস্তা দেবীর ধ্যানের রূপ বৃহৎ *তন্ত্রসারঃ*-এ আছে। এছাড়া, ছিন্নমস্তার একটা যন্ত্র আছে।

ছিন্নমস্তার মন্ত্র ও পূজার নিয়ম বৃহৎ *তন্ত্রসারঃ* শীর্ষক গ্রন্থে সংস্কৃত ও সেই সাথে বাংলা ভাষার অনুবাদে পাওয়া যায়। যেমন—

"ছিন্নমস্তাদেবীর পূজাযন্ত্র নানাপ্রকার আছে তন্মধ্যে একপ্রকারমাত্র এইস্থলে প্রদর্শিত হইল। প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে মণ্ডলাকারে তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে দ্বারত্রয়বিশিষ্ট যোনিমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে। ত্রিকোণের বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে ভূবিস্বত্রয় লিখিবে। যোনিমধ্যে হুঁ ফট্ এই মন্ত্র লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই দেবতার ধ্যান যতি ও গৃহস্থভেদে দুই প্রকার আছে। ঐ দুইপ্রকার ধ্যানই মূলে দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে তারাদেবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া পীঠপূজা করিবে। পীঠদেবতা ও প্রণালী মূলে

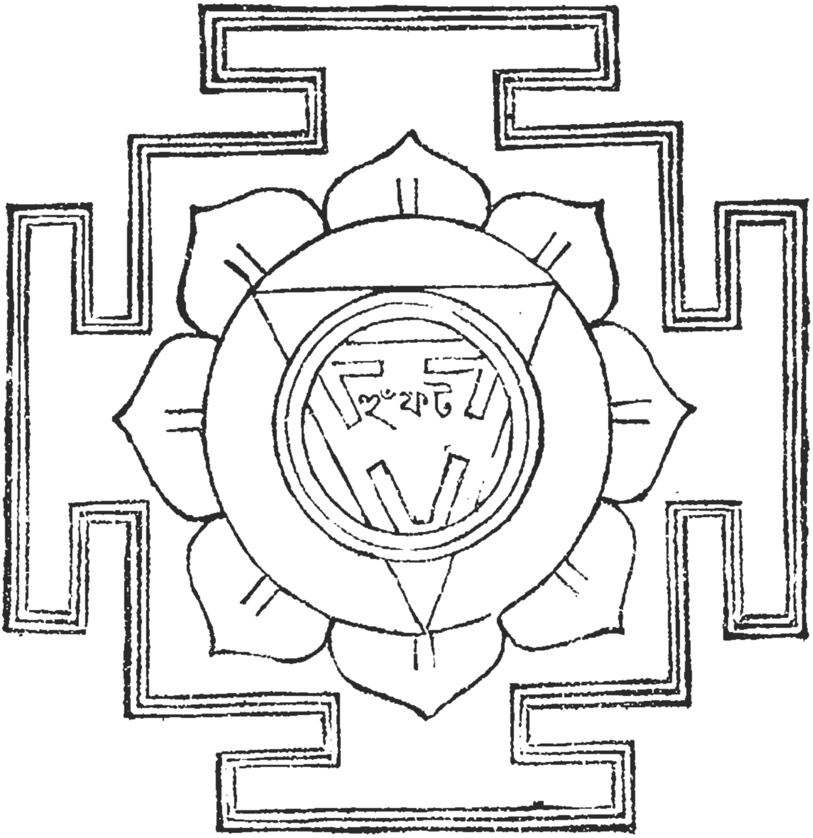

ছিন্নমস্তার যন্ত্রের নকশা, বৃহৎ তন্ত্রসারঃ (৭২৮)

স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর ওঁ আং কড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা, ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা, ওঁ ঊং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা, ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা, ওঁ ঔঁ অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা, ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্ এইরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া যথাশক্তি উপহারে পূজাসমাপনান্তে বলিপ্রদান করিবে। বলিদানের বিশেষ মন্ত্র মূলে লিখিত আছে। ঐ মন্ত্রে বলি নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে দেবীর দক্ষিণে ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ, বামে ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ এই পূজা করিবে। তৎপরে দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের লিখিত প্রণালীতে আবরণ পূজা করিতে হইবে। তৎপরে অগ্নি, ঈশান, নৈঋত ও বায়ুকোণে এবং দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে পুনর্ব্বার ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া অষ্টপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ স্ত্রীঁ কাল্যৈ নমঃ ইত্যাদি পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদি

বিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। এই দেবতার বিসর্জ্জনে বিশেষ আছে, প্রথমে সংহারমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অঞ্জলিতে আরপণপূর্ব্বক বামনাসাপুটে যোনিমুদ্রাসমারূঢ়া, প্রদীপকলিকার ন্যায় এবং প্রতিপচ্চন্দ্রকলাবৎ ক্ষয়শীল এইরূপ চিন্তাকরতঃ সূর্য্যমণ্ডলে সমর্পণ করিবে। উত্তরে শিখরে দেবি এই মন্ত্রে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হইবে। লক্ষজপ করিলে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। এই দেবতার বলিদানে বিশেষ আছে—রাত্রিকালে মৎস্যমাংস ও সুরাদিদ্বারা অথবা সাধক স্বীয় বিভবানুসারে মধুরাদি নানাবিধ উপহারদ্বারা বলিপ্রদান করিবে। ওঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে বর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ডাকিনীয়ে ছিন্নমস্তে দেবি এহ্যেহি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি মায়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে বলি নিবেদন করিবে।" (৩৭৬-৩৭৯)

ছিন্নমস্তার অন্য রহস্য অনেক আছে—যেমন, বৌদ্ধ তন্ত্রেও তাঁর প্রতীক পাওয়া যায়। Kinsley লিখেছেন যে, ছিন্নমুণ্ডা নামে বজ্রযোগিনী বা বজ্রবরাহির রূপের সাথে ছিন্নমস্তা মিল আছে (১৯৯৭: ১৬১) । যা হোক, আমরা সবাই দেখতে পারি—অনেক তান্ত্রিক সাধক বা সাধিকা দেবতার বাহিরের রূপ বা মূর্তি পূজা করেন। কিন্তু প্রশ্ন করতে হয়—"দেবের রূপ আসলে কি?" ছবি শুধু কাগজ, মূর্তি পাথর মাত্র—কিন্তু এইগুলো বাহিরের রূপ অবশ্যই মানসিক ধারণা তৈরি সাহায্য করতে পারে। একটা রহস্য তো তান্ত্রিক সাধনা প্রকাশ হয়। যোগ-শাস্ত্র বলে—মন্ত্র প্রাণায়ামের সাথে একটা মিল আছে। ইচ্ছা থাকলে দেহের মধ্যে যেখানে সাধক বা সাধিকা শ্বাস দেয় সেখানে প্রাণ উঠে। লালন ফকিরও বলেন—দেহের মধ্যে সাধনা করলে আমাদের ঘরের চাবি পাওয়া যায়। আসনে বসে দেহে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে আমরা আমাদের নিজের স্বরূপের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারি (cf. Silburn 1983: 41-53 Kinsley 1997: 46-49) ।

থেলিমাতত্ত্বের মতে—এই দেহের ভিতরের ভ্রমণ হয়ে আমাদের আন্তরিক আলো নিয়ে চৈতন্য পাই। আমরা যদি ছিন্নমস্তার দেশে যাই তখন—কি দেখব? কি শুনব? আমাদের আন্তরিক দেশে নিজেকে নিয়ে কি কি শিখব?

থেলিমার দেহতত্ত্ব

ভাবনগর-এর আগের প্রবন্ধে যেভাবে আমার কাছে প্রিয় হয় থেলিমার সাধনা, তা নিয়ে লিখেছি। [দ্রষ্টব্য : "সভাপতি স্বামীর জীবনসাধনার স্বরূপ ও বাংলার যোগ-সাধনা", *ভাবনগর*, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ৩৮৫-৪০০ এবং "আলিস্তর ক্রোলির যোগ-সাধনা : বাংলার বাউল ও সুফি সাধনার সাদৃশ্য অনুসন্ধান", *ভাবনগর*, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২৩৩-২৪৬] এখানে বলতে চাই—আমি যখন কলেজে পড়ি, সেই বয়সে আমি আলিস্তের ক্রলি (১৮৭৫-১৯৪৭)-এর গ্রন্থ পাঠ করি; এখন বুঝেছি—ভারত ও বাংলার *হঠ* বা তান্ত্রিক যোগ সাধনার সঙ্গে ম্যাজিক সাধনার একটা লক্ষ্য একই রূপে আছে। এই লক্ষ্য জাগাতে কুণ্ডলিনী-শক্তি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু থেলিমার কথা আছে যে, এই নতুন কালে আমাদের সাধন উল্টো হতে হয়। আগের কালে কুণ্ডলিনীর জাগানোর মর্ম থেকে বোঝা যায়—আমাদের স্থূল-শরীর থেকে সূক্ষ্ম-শরীরে যাই। এখন তো আমরা জানি—আকাশ আমাদের দেহের পদার্থের মধ্যে

সভাপতি স্বামী সমাধির আসনে নকশা (আদ্যার ১৮৮০)

আছে, বাহিরে তা নয়। তার জন্য আমরা যদি দেহের ভেতরে ডুব দেই তাহলে এই আকাশ পাব। থেলিমার এই দুটি দেহের জন্য বিশেষ নামআমশরিয় ভাষায় আছে–"খাবৃস" (Khabs) হল তারার সবচেয়ে আন্তরিক আলো (বা আকাশ) এবং "সব পুরুষ ও সব মহিলা একটা তারা"। "খু" (Khu) হল আমাদের জাদু পোশাকের অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতিক বা স্থুল দেহ। "নু" (Nu) হল ব্যক্তি তারার অসীম শক্তি।

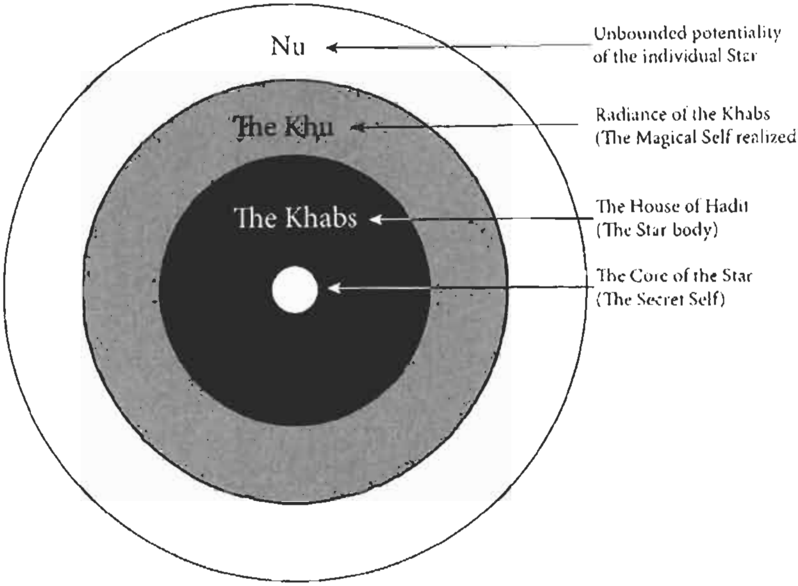

থেলিমার দেহতত্ত্ব নকশা (Gunther 2009: 73)

যেভাবে এই কথা কুণ্ডলিনীর সাথে সম্পর্ক আছে তা থেলিমার একটি পবিত্র রচনা হতে উদ্ধৃতি দিলে আরো স্পষ্ট হবে—

বাংলা অনুবাদে

আমি হৃদয় ও সাপ লপটানো
আমার মনের অদৃশ্য মূলে এধার ওধার।
জাগো ও আমার সাপ! এখনই সময়
ফণার এবং পবিত্র অবর্ণনীয় ফুলের।
জাগো ও আমার সাপ, ফুটানোর ঔজ্জ্বল্যে
ওসাইরিসের শবে প্লাবমান খবরে!
ও আমার মায়ের হৃদয়, আমার বোন, আমার আপন,
তোমাকে নীল নদে, ত্রাস তাইফনে দেওয়া হয়!
আমাকে! ক্ষুধিত ঝড়ের ঐশ্বর্য কিন্তু
তোমাকে রূপের মত্ততায় এবং পোশাকে জড়ায়।
অচল হও ও আমার মন! যে কবচ লীন হয়
যখন যষ্টিগুলো উন্নীত হয় ও যুগ ঘুরে।
দেখ! আমরা এক আছি ও বছরের তুফান
সন্ধ্যায় নিচে যায় ও গুবরে পোকা আবির্ভূত হয়।

দশমহাবিদ্যা ও থেলিমাতন্ত্রের আমেরিকান গবেষক-সাধক কিথ ই. কান্ত

ওগো গুবরে পোকা। তোমার দুঃখদায়ী সুরের ড্রোন
সদায় এই কম্পিত গলার আবেশ হও!
আমি জাগার অপেক্ষা করি! উচ্চতায় ডাক
ঈশ্বর আদোনাই হতে, ঈশ্বর আদোনাই হতে।

ইংরেজি ভাষায়

I am the Heart; and the Snake is entwined
About the invisible core of the mind.
Rise, O my snake! It is now is the hour
Of the hooded and holy ineffable flower.
Rise, O my snake, into brilliance of bloom
On the corpse of Osiris afloat in the tomb!
O heart of my mother, my sister, mine own,
Thou art given to Nile, to the terror Typhon!
Ah me! but the glory of ravening storm
Enswathes thee and wraps thee in frenzy of form.
Be still, O my soul! that the spell may dissolve
As the wands are upraised, and the æons revolve.
Behold! we are one, and the tempest of years

Goes down to the dusk, and the Beetle appears.
O Beetle! the drone of Thy dolorous note
Be ever the trance of this tremulous throat!
I await the awaking! The summons on high
From the Lord Adonai, from the Lord Adonai!

(Liber LVX I:1 in *The Holy Books of Thelema*).

উপসংহার

হিন্দু তন্ত্রবাদের দশমহাবিদ্যা ও থেলিমার দেহকেন্দ্রিক সাধনার মধ্যে একটা মিল আছে, এই মিল তো কুণ্ডলিনীর প্রভাবের কারণে। থেলিমার ম্যাজিকের সাধক বা সাধিকা শ্রী সভাপতি স্বামীর যোগ-সাধনার কুণ্ডলিনী, নাড়ি ও চক্র গ্রহণ করেছে, আবার দশমহাবিদ্যার সাধক বা সাধিকা বাংলার আদি তন্ত্রের শাস্ত্র থেকে তাদের দেহতত্ত্ব গ্রহণ করেছে। তন্ত্রের প্রভাব দুই তত্ত্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রোলি তো তাঁর লেখায় "তন্ত্র" নামে তাঁর সাধনা প্রকাশ করেন নি, তাঁর পরের থেলিমার সাধকগণ (যেমন–Kenneth Grant) এই সম্পর্ক দেখে তন্ত্রের মিল নিয়ে লিখেছেন। এই বিষয় নিয়ে গবেষণার বাকি এখনো আছে এবং আমি আশা করি যে, বাঙালি গবেষকেরা তাঁদের বিশেষ পক্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে নতুন সম্পর্ক খুঁজে পাবেন।

প্রেমই আইন, প্রেম ইচ্ছার অধীন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি ও ফারসি

Aprem, Egil. "Magic Naturalized? Negotiating Science and Occult Experience in Aleister Crowley's Scientific Illuminism." *Aries* 8, pp. 139-165. Leiden: Brill, 2008.

Crowley, Aleister and David Curwen. *Brother Curwen, Brother Crowley: a Correspondence.* Edited with an Introduction by Henrik Bogdan. York Beach, ME: Teitan Press.

Djurdjevic, *Gordan. India and the Occult: The Influence of South Asian Spirituality on Modern Western Occultism.* New York: Palgrave Macmillan, 2014.

Gunther, Daniel. *Initiation in the Æon of the Child. Lake Worth,* FL: Ibis Press, 2009.

Gupta, Sanjukta. "The Worship of Kali According to the Todala Tantra." *Tantra in Practice.* Edited by David Gordon White. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2001.

Grant, Kenneth. *Aleister Crowley and the Hidden God.* London: Starfire Publishing, 2013. First published 1973.

Kinsley, David. *Tantric Visions of the Divine Feminine: The Ten Mah vidy s. Berkeley and Los Angeles:* University of California Press, 1997.

Ordo Templi Orientis. *The Holy Books of Thelema.* Samuel Weiser: 1983.

Silburn, Lilian. *La Kundalin ou L'énergie des profoundeurs.* Paris: Les Deux Océans, 1983.

Swamy, Sabhapaty. *Om, a Treatise on Vedantic Raj Yoga Philosophy.* Edited by Siris Chandra Basu. Lahore: "Civil and Military Gazette" Press, 1880.

Urban, Hugh. *Tantra: Sex, Secrecy, Politics, and Power in the Study of Religion.* Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press.

White, David Gordon. *Kiss of the Yogini:* "Tantric Sex" in its South Asian Contexts. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

সংস্কৃত ও বাংলা

শ্রী অদ্বৈতানন্দপুরী. *শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যা*. চট্টগ্রাম : কোক্‌দন্ডী ঋষিধাম, ১৯৬০।

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত). *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*. কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বাংলা.

Critically edited with an Introduction by J.A. Schoterman. *The Yonitantra.* New Delhi: Manohar Publications, 1980.